বাংলার বানী 3

তারিখ 0 1 AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

৫

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ।। বিভিন্ন মহলের ক্ষোভ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসম্পাদক অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হাসানুল বারী ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব ফজলুর রহমান গতকাল বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে অবিলম্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক সংগঠনসমূহসহ সকল পেশাজীবী, রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন নেতৃবৃন্দের একটি জাতীয় মহাসমাবেশ আহবান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

৭-এর পৃঃ ৬-এর কলামে

বিভিন্ন মহলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা বলেন, দলীয় অথবা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য বড় বড় ছাত্র সংগঠনগুলো চর দখলের মতো ক্যাম্পাস দখলের জন্য ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারকীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সন্ত্রাসীদের হাতে আজ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা জিম্মি। অস্ত্রধারীদের দমনে সরকারের দোদুল্যমনতা শিক্ষক ও অভিভাবকদের দারুণভাবে আহত করেছে। একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার ফলে সমস্যা আরো ঘনীভূত ও সংক্রামিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অপর এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধে অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বলগাহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়ে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দল নির্বিশেষে নিরপেক্ষতার সাথে গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিরাজিত অরাজকতা ও সন্ত্রাসী অবস্থার নিরসনকল্পে অবিলম্বে সকল বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের দাবি জানানোর পাশাপাশি এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য দুই নেত্রীর প্রতি আহবান জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ ও পরিণতিতে সেসব বন্ধ করে দেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাসদ (রব), জাতীয় জনতা পার্টি (নূরুল), বাংলাদেশ জনতা দল, বাংলাদেশ জনতা পার্টি, যুক্তফ্রন্ট, কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি, কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন।